[২০২১] ১ এস. সি. আর. ১১৩৫

দাক্ষিণ হরিয়ানা বিজলি ভিত্রান নাইগাম লিমিটেড

বনাম

এম/এস নেভিগ্যান্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড

(২০২১ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৭৯১)

০২ মার্চ, ২০২১

[ইন্দু মালহোত্র এবং অজয় রস্তোগি, বিচারপতিদ্বয়]

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ - ধারা ৩১ এবং ধারা ৩৪ - ধারা ৩ এর অধীনে আবেদন দাখিলের সীমাবদ্ধতার সময়কাল। ৩৪ – আপিলকারী-কর্পোরেশন কর্তৃক কল সেন্টার পরিষেবা প্রদানকারী বিবাদী-কোম্পানির পক্ষে একটি পরিষেবা স্তরের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল – চুক্তি প্রদত্ত সালিশ ধারা – আপিলকারী-কর্পোরেশন সেবা স্তরের চুক্তি বাতিল করেছে, যার ফলে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে– বিরোধগুলি তিন সদস্যের একটি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সালিশের কাছে পাঠানো হয়েছিল– সালিশী ট্রাইব্যুনাল ২৭.০৪.২০১৮ তারিখে মৌখিকভাবে রায় ঘোষণা করেছে [২:১], যার মাধ্যমে বিবাদী-কোম্পানীর দাবি অনুমোদিত হয়েছে – পক্ষগুলিকে জানানো হয়েছে যে তৃতীয় সালিসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সালিসকারীদের দ্বারা গৃহীত মতামতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং তিনি তার পৃথক মতামত প্রদান করবেন – রায়ে কোনও গণনা, কেরানি বা টাইপোগ্রাফিক ত্রুটি নির্দেশ করার জন্য পক্ষগুলিকে খসড়া রায়ের একটি অনুলিপি সরবরাহ করা হয়েছিল – ১২.০৫.২০১৮ তারিখে, তৃতীয় সালিসকারী কর্তৃক পক্ষগুলিকে ভিন্নমতের মতামতের একটি অনুলিপি সরবরাহ করা হয়েছিল (যদিও মতামতটি ২৭.০৪.২০১৮ তারিখে ছিল) – এরপর বিষয়টি পোস্ট করা হয়েছিল ১৯.০৫.২০১৮ তারিখে, তৃতীয় সালিসকারীর ভিন্নমত পোষণকারী মতামতে কোনও টাইপোগ্রাফিক বা কেরানিগত ভুল দেখাতে পক্ষগুলিকে নির্দেশ করার জন্য - ১৯.০৫.২০১৮ তারিখে, সালিসী রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি উভয় পক্ষকে সরবরাহ করা হয়েছিল এবং কার্যধারা সমাপ্ত করা হয়েছিল - ধারা ৩৪ এর অধীনে আবেদন দাখিলের জন্য সীমার সময়কাল কি সেই তারিখ থেকে শুরু হবে ২৭.০৪.২০১৮ তারিখের খসড়া রায় পক্ষগুলিকে বিতরণ করা হয়েছিল, অথবা যে তারিখে রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি সরবরাহ করা হয়েছিল অর্থাৎ ১৯.০৫.২০১৮ তারিখে –

সিদ্ধান্ত ঃ ধারা ৩১(১) ট্রাইব্যুনালের প্রতিটি সদস্যের জন্য রায়ে স্বাক্ষর করা বাধ্যতামূলক করে, যাতে এটি একটি বৈধ রায়ে পরিণত হয় - অধিকন্তু, ধারা ৩১(৫) অনুসারে আবেদনকারী পক্ষ সালিসী রায়ের একটি স্বাক্ষরিত অনুলিপি "পায়" সেই তারিখ থেকে শুরু হয়। আইন - তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, ১৯.০৫.২০১৮ তারিখে, রায়ের স্বাক্ষরিত কপি এবং ভিন্নমত পোষণকারী মতামত,

মূল রেকর্ড সহ, পক্ষগুলির কাছে, এবং প্রতিটি সালিশকারীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল - অতএব, আপত্তি দাখিলের সীমার সময়কাল সেই তারিখ থেকে গণনা করতে হবে যে তারিখে রায়ের স্বাক্ষরিত কপি পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ১৯.০৫.২০১৮ তারিখ থেকে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

: ধারা ৩৪ এর অধীনে আবেদন দাখিলের সীমার সময়কাল কি ২৭.০৪.২০১৮ তারিখের খসড়া রায় পক্ষগুলির কাছে বিতরণের তারিখ থেকে শুরু হবে, অথবা রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি যে তারিখে সরবরাহ করা হয়েছিল সেই তারিখ থেকে শুরু হবে

১. একজন একক সালিসকারী অথবা ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের দ্বারা সালিসী রায়ে স্বাক্ষর করার আইনি প্রয়োজনীয়তা ১৯৯৬ সালের আইনের ৩১ ধারায় পাওয়া যায়, যা একটি সালিসী রায়ের ফর্ম এবং বিষয়বস্তু প্রদান করে। [অনুচ্ছেদ ৪ (vii)] [১১৪৯-সি]

২. ধারা ৩১ (১) বাধ্যতামূলকভাবে প্রণীত হয়েছে এবং এতে বলা হয়েছে যে, একটি সালিসী রায় লিখিতভাবে প্রদান করতে হবে এবং সালিসী ট্রাইব্যুনালের সকল সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে। যদি সালিসী ট্রাইব্যুনাল একাধিক সালিসকারী নিয়ে গঠিত হয়, তাহলে সালিসী রায় তখনই প্রদান করা হবে যখন সালিসকারীরা একসাথে তাদের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে প্রকাশ করবেন এবং তাদের স্বাক্ষর দ্বারা প্রমাণীকরণ করা হবে। সালিসী রায় শুধুমাত্র সালিসী রায়ের স্বাক্ষরের পরেই আইনগতভাবে কার্যকর হয়, যা এটিকে প্রমাণীকরণ দেয়। স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত রায়ের কোনও চূড়ান্ততা থাকতে পারে না, কারণ রায়ে স্বাক্ষর করলে এটি আইনি প্রভাব এবং বৈধতা পায়। রায় প্রদান এবং প্রদান একটি সালিসী রায় প্রদানকারী ব্যক্তির দ্বারা প্রমাণীকরণের মাধ্যমে রায় প্রদান করা হয়। আইন অনুসারে, ট্রাইব্যুনালের প্রতিটি সদস্যের জন্য রায়ে স্বাক্ষর করা বাধ্যতামূলক, যাতে এটি একটি বৈধ রায়ে পরিণত হয়। "হবে" শব্দটির ব্যবহার এটিকে একটি বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা করে তোলে। এটি কেবল একটি মন্ত্রী পর্যায়ের আইন বা খালি আনুষ্ঠানিকতা নয় যা উপেক্ষা করা যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ ৪ (viii)] [১১৪৯-জি-এইচ; ১১৫০-এ-সি]

৩. ধারা ৩১-এর উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (৪) স্পষ্ট করে যে আইনটিতে সালিসী রায় প্রদানের একটি নির্দিষ্ট তারিখ বিবেচনা করা হয়েছে অর্থাৎ যে তারিখে সালিসী রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি পক্ষগুলিকে প্রদান করা হয়। ধারা ৩১ (৫)

দাক্ষিণ হরিয়ানা বিজলি ভিত্রান নাইগাম লিমিটেড বনাম এম/এস ১১৩৭

নেভিগ্যান্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড

সালিসকারী/ট্রাইব্যুনালকে পক্ষগুলিকে সালিসী রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়। রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি প্রাপ্তি হল সেই তারিখ যে তারিখ থেকে ধারা ৩৪-এর অধীনে আপত্তি দাখিলের সীমা শুরু হবে। ধারা ৩৪(৩) এর উপ-ধারা (৩) এর ভাষা থেকে এটি স্পষ্ট হবে। [অনুচ্ছেদ ৪ (ix)] [১১৫০-ডি-ই]

৪. ভারতীয় সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ এর অধীনে সালিসি কার্যক্রমে পক্ষগুলিকে স্বাক্ষরিত রায় প্রদানের তারিখটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তারিখ। এই তারিখ থেকে: (ক) ধারা ৩৩ এর অধীনে রায় সংশোধন এবং ব্যাখ্যার জন্য আবেদন দাখিলের জন্য ৩০ দিনের সময়সীমা, অথবা অতিরিক্ত রায় দাখিল করা যেতে পারে; (খ) আইনের ধারা ৩২(১) অনুসারে সালিসি কার্যক্রম শেষ হবে; (গ) ধারা ৩৪ এর অধীনে রায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিলের জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু হবে। [অনুচ্ছেদ ৪ (xvii)] [১১৫৩-জি; ১১৫৪-এ]

৫. ধারা ৩৪ অনুসারে, আদালত কর্তৃক রায়ের বিচারিক যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে, উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর অধীনে আবেদন করার পর, রায় বাতিল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধারা ৩৪ এর অধীনে রায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিলের সময়সীমা শুরু হয় সেই তারিখ থেকে যখন আবেদনকারী পক্ষ সালিসী রায়ের একটি স্বাক্ষরিত অনুলিপি "পায়", যা ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৩১(৫) অনুসারে প্রয়োজন। ধারা ৩৪(৩) রায়ের "প্রাপ্তির" তারিখ থেকে তিন মাস এবং আরও ত্রিশ দিন সময়সীমা প্রদান করে, যদি আদালত সন্তুষ্ট হয় যে পর্যাপ্ত কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদন করা থেকে পক্ষকে বিরত রাখা হয়েছে, কিন্তু তারপরে নয়। [অনুচ্ছেদ ৪ (xviii)] [১১৫৪-বি-ডি]

৬. ববর্তমান মামলার তথ্যের সাথে আইন প্রয়োগ করে, এই আদালত সালিসী কার্যধারা পর্যালোচনা করে দেখেছে যে যদিও ২৭.০৪.২০১৮ তারিখে রায় ঘোষণা করা হয়েছিল, তবুও রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি শুধুমাত্র ১৯.০৫.২০১৮ তারিখে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হয়েছিল। ট্রাইব্যুনালের পদ্ধতিগত আদেশ থেকে জানা যায় যে ২৭.০৪.২০১৮ তারিখে, রায়ের কেবলমাত্র একটি অনুলিপি পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হয়েছিল যাতে পরবর্তী তারিখে রায়ে কোনও গণনার ত্রুটি, কোনও করণিক বা মুদ্রণ ত্রুটি, অথবা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোনও ত্রুটি দেখা দিতে পারে। এটিও রেকর্ড করা হয়েছিল যে তৃতীয় সালিসকারী ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন এবং তার পৃথক মতামত প্রদান করবেন। ১২.০৫.২০১৮ তারিখে, তৃতীয় সালিসকারী তার ভিন্নমত পোষণকারী মতামত ঘোষণা করেন। সেই তারিখে, ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি ১৯.০৫.২০১৮ তারিখে পোস্ট করে, যাতে পক্ষগুলি ভিন্নমত পোষণকারী মতামতে কোনও টাইপোগ্রাফিক বা কেরানিগত ভুল চিহ্নিত করতে পারে এবং কার্যধারার মূল রেকর্ড পক্ষগুলির কাছে হস্তান্তর করতে পারে।

১৯.০৫.২০১৮ তারিখে, রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি এবং ভিন্নমত পোষণকারী মতামত, মূল রেকর্ড সহ, পক্ষগুলিকে, এবং প্রতিটি সালিসকারীকে হস্তান্তর করা হয়। ট্রাইব্যুনাল কার্যধারা সমাপ্তির নির্দেশ দেয়। [অনুচ্ছেদ ৫] [১১৬০-সি-এফ]

৭. এএই আদালতের বিবেচনাধীন অভিমত হলো, আপত্তি দাখিলের সীমার সময়কাল সেই তারিখ থেকে গণনা করতে হবে যেদিন রায়ের স্বাক্ষরিত কপিটি পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ১৯.০৫.২০১৮ তারিখে, তাৎক্ষণিক মামলায়। [অনুচ্ছেদ ৬] [১১৬০-৬]

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম টেকো ত্রিচি ইঞ্জিনিয়ার্স এবং কন্ট্রাক্টরস (২০০৫) ৪ এস. সি. সি ২৩৯: [২০০৫] ২ এস. সি. আর ৯৮৩; পি. রাধা বাই বনাম পি. অশোক কুমার (২০১৯) ১৩ এস. সি. সি ৪৪৫: [২০১৮] ১২ এস. সি. আর ১৪৩; সাঙ্গিয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কনস্ট্রাকশন বনাম এন. এইচ. এ. আই (২০১৯) ১৫ এস. সি. সি ১৩১: [২০১৯] ৭ এস. সি. আর ৫২২-এর উপর নির্ভরশীল।

মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম আর্ক বিল্ডার (২০১১) ৪ এস. সি. সি. ৬১৬: [২০১১] ৪ এস. সি. আর. ৪৩২; অনিলকুমার জিনাভাই প্যাটেল বনাম প্রবীনচন্দ্র জিনাভাই প্যাটেল (২০১৮) ১৫ এস. সি. সি. ১৭৮: [২০১৮] ৩ এস. সি. আর. ৭১৮; হিমাচল প্রদেশ রাজ্য বনাম হিমাচল টেকনো ইঞ্জিনিয়ার্স (২০১০) ১২ এস. সি. সি. ২১০: [২০১০] ৮ এস. সি. আর. ১০২৫; ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম পপুলার কনস্ট্রাকশন (২০০১) ৮ এস. সি. সি. ৪৭০: [২০০১] ৩ সাপ্লিট। এস. সি. আর. ৬১৯; সিম্প্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১৯) ১২ এস. সি. সি. ৪৫৫-উল্লেখ করা হয়েছে।

অ্যাক্সিওস নেভিগেশন বনাম ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন ২০১২ এস. সি. সি অনলাইন বম ৪; ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড বনাম অ্যাকোম এবং অন্যান্য। এ. আই. আর ২০০৯ ডেথি ১০২; অ্যাক্সিওন নেভিগেশন বনাম ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (২০১২) ১১৪ (১) বম এল. আর ৩৯২; ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কো. বনাম এয়ার ইন্ডিয়া লিমিটেড (২০১৯) এস. সি. সি অনলাইন ডেল ১১৬৩৪-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

	উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ৩.১,৪.২০
	উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ৪.১০

দাক্ষিণ হরিয়ানা বিজলি ভিত্রান নাইগাম লিমিটেড বনাম এম/এস ১১৩৯

নেভিগ্যান্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড

	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪.১১
৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪.১১
৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪.১২
আর. ৬১৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪.১৮
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪.১৮
৩	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৪.১৯

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৭৯১।

২০১৯ সালের এফ. এ. ও নং ১৯৫৪-এ চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ১১.১২.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

হেমন্ত গুপ্ত, শ্রীমতি পায়েল গুপ্ত, শ্রীমতী সুনাক্ষী গুপ্ত, তুষার শর্মা, সঞ্জয় কুমার বিসেন, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবী জোবি পি. ভার্গিস।

ইন্দু মালহোত্রা, বিচারপতি দ্বারা আদালতের রায়টি প্রদান করা হয়।

অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

১. বর্তমান দেওয়ানি আপিলটি আবেদনকারী-বিজলি ভিট্রেন নিগম কর্তৃক সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ৩৪-এর অধীনে দায়ের করা একটি পিটিশন থেকে উদ্ভূত হয় যাতে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল (২ঃ১) দ্বারা প্রত্যর্থী সংস্থার পক্ষে পাস করা ২৭.০৪.২০১৮ তারিখের সালিশ রায়কে চ্যালেঞ্জ করা হয়।

২. আমাদের বিবেচনার জন্য যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে তা হল ৩৪ ধারার অধীনে পিটিশন দাখিলের জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল 'সেই তারিখ থেকে শুরু হবে কিনা যে তারিখে ২৭.০৪.২০১৮ তারিখের খসড়া পুরষ্কারটি পক্ষগুলির কাছে বিতরণ করা হয়েছিল, বা যে তারিখে রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি সরবরাহ করা হয়েছিল।

(i) ব্যাকগ্রাউন্ড তথ্যগুলি কল সেন্টার পরিষেবা প্রদানকারী উত্তরদাতা-সংস্থার পক্ষে আপিলকারী-কর্পোরেশন দ্বারা সম্পাদিত ০২.০৫.২০১১ তারিখের একটি পরিষেবা স্তরের চুক্তি থেকে উদ্ভূত হয়।

সালিশ ও সমঝোতা আইন , ১৯৯৬-এর অধীনে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য চুক্তির ১৩ নং ধারা প্রদান করা হয়েছে।

ধারা ১৩ এ লেখা আছেঃ

"১৩. সালিশ

চুক্তির অধীনে উভয় পক্ষের বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক এবং চুক্তিটি বাতিল করা হয়েছে বা বাতিল করার পরিকল্পনা করা হয়েছে বা সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে কিনা, চুক্তি থেকে উদ্ভূত এবং/অথবা সম্পর্কিত এবং/অথবা সম্পর্কিত এবং/অথবা চুক্তির ফলাফলের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়, বিরোধ, পার্থক্য এবং/অথবা দাবি, সালিশের কাছে প্রেরণ করা হবে যা তিনজন সালিসকারী দ্বারা পরিচালিত হবে, একজনকে পরিষেবা প্রদানকারী এবং নিগম (এমডি ডিএইচবিভিএনএল বা নিগমের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সালিসকারী) এবং তৃতীয়জনকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, ইন্ডিয়ার সভাপতি কর্তৃক মনোনীত করা হবে। যদি সালিশের ধারা প্রয়োগকারী অন্য পক্ষের কাছ থেকে নোটিশ পাওয়ার ত্রিশ (30) দিনের মধ্যে কোনও পক্ষ তার সালিসকারী নিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়, তবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, ইন্ডিয়ার সভাপতির উভয় পক্ষের অনুরোধে সালিসকারী নিয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট (ভারত) কর্তৃক এই ধরনের নিয়োগের আদেশের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রতিটি পক্ষকে সরবরাহ করা হবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সালিসকারীদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং পক্ষগুলির উপর বাধ্যতামূলক হবে। চুক্তির পক্ষগুলি সম্মত হয় যে সালিশের খরচ সালিসী ট্রাইব্যুনাল নিয়োগের তারিখে নিগমকে জারি করা/প্রচলিত নির্দেশ অনুসারে হবে। সালিসকারীরা, সময়ে সময়ে, পক্ষগুলির সম্মতিতে, রায় প্রদানের সময় বৃদ্ধি করতে পারেন। উপরোক্ত সালিসকারীদের মধ্যে কেউ মারা গেলে, অবহেলা করলে, পদত্যাগ করলে বা কোনও কারণে কাজ করার যোগ্য না হলে, বিদায়ী সালিসকারীর স্থলে অন্য সালিসকারীকে মনোনীত করা সংশ্লিষ্ট পক্ষের জন্য বৈধ হবে।

চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ইঞ্জিনিয়ারের যেকোনো সিদ্ধান্ত, মতামত, নির্দেশনা, সার্টিফিকেশন বা মূল্যায়ন পর্যালোচনা এবং/অথবা সংশোধন করার পূর্ণ ক্ষমতা সালিসকারীর থাকবে এবং এই ধরনের সালিসকারীর সামনের কার্যধারায় কোনও পক্ষই উক্ত সিদ্ধান্ত পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইঞ্জিনিয়ারের সামনে পেশ করা প্রমাণ বা যুক্তির উপর সীমাবদ্ধ থাকবে না।

দাক্ষিণ হরিয়ানা বিজলি ভিত্রান নাইগাম লিমিটেড বনাম এম/এস ১১৪১

নেভিগ্যান্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড

পূর্বোক্ত বিধানাবলী সাপেক্ষে, সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর বিধানাবলী এবং তৎক্ষণাৎ বলবৎ হওয়া কোনও বিধিবদ্ধ পরিবর্তনের অধীনে সেখানকার বিধিগুলি এই ধারার অধীনে সালিসি কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করা হবে।

(ii) ১৬.১০.২০১৪ তারিখে, আপিলকারী কর্পোরেশন পরিষেবা স্তরের চুক্তি বাতিল করে, যার ফলে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধগুলি তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সালিশের জন্য পাঠানো হয়েছিল।

(iii) সালিসী ট্রাইব্যুনাল মৌখিকভাবে ২৭.০৪.২০১৮-এ রায় ঘোষণা করে, যার মাধ্যমে উত্তরদাতা সংস্থার দাবি অনুমোদিত হয়েছিল। পক্ষগুলিকে জানানো হয়েছিল যে তৃতীয় সালিসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সালিসকারীদের দ্বারা গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত নন এবং তাঁর পৃথক মতামত প্রদান করবেন। শুনানির পরবর্তী তারিখে রায়ে কোনও গণনা, লিপিক বা টাইপোগ্রাফিক ত্রুটি নির্দেশ করার জন্য দলগুলিকে খসড়া রায়ের একটি অনুলিপি সরবরাহ করা হয়েছিল।

২৭.০৪.২০১৮ তারিখের ট্রাইব্যুনালের কার্যধারা নিম্নরূপ:

"২৭.০৪.২০১৮

বর্তমানঃ-

শ্রী নিশান্ত শ্রীবাস্তব, দাবিদার পক্ষের আইনজীবী এবং শ্রী অঙ্কুর ভাটিয়া, এম. ডি. দাবিদার।

শ্রী আশিস গোয়েল, আইনজীবী এবং শ্রী সঞ্জীব শর্মা, জে.ই. উত্তরদাতার পক্ষে।

আজ তারিখের পৃথকভাবে রেকর্ড করা রায়ের মাধ্যমে দাবিদারদের দাবিগুলি খরচের সাথে অনুমোদিত হয়েছে। ডঃ শিবা শর্মা এর সাথে একমত হয়েছেন, যেখানে শ্রী ডি. এস. যাদব দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি তাঁর পৃথক পুরষ্কার দাখিল করবেন। রায়ের অনুলিপিগুলি বিনা মূল্যে উভয় পক্ষের জন্য এল. ডি. কাউন্সেলদের সরবরাহ করা হয়েছে। শ্রী ডি. এস. যাদব, সালিসকারীর রায়ের জন্য বিকেল ৪ঃ৩০ টায়।

বিনোদ জৈন, ডিওএস বিচারক (অবসরপ্রাপ্ত) প্রিসাইডিং আরবিট্রেটর

শ্রী শিবা শর্মা, ডিএবংএস বিচারক (অবসরপ্রাপ্ত)

শ্রী. ডি. এস. যাদব, পরিচালক, ডিএইচবিভিএন (অবসরপ্রাপ্ত) "

(জোর দেওয়া হয়েছে)

বিষয়টি পরবর্তী সময়ে ১২.০৫.২০১৮-এ পোস্ট করা হয়।

(iv) ১২.০৫.২০১৮ তারিখে, তৃতীয় সালিসকারী পক্ষগুলিকে ভিন্নমত পোষণকারী মতামতের একটি অনুলিপি প্রদান করেন (যদিও মতামতটি ২৭.০৪.২০১৮ তারিখের ছিল)। এরপর বিষয়টি ১৯.০৫.২০১৮ তারিখে পোস্ট করা হয়, যাতে পক্ষগুলি তৃতীয় সালিসকারীর দ্বারা প্রদত্ত ভিন্নমত পোষণকারী মতামতে কোনও টাইপোগ্রাফিক বা কেরানিগত ভুল চিহ্নিত করতে পারে।

১২.০৫.২০১৮ তারিখের আদেশ পড়ঃ

"২.০৫.২০১৮

বর্তমানঃ-

দাবিদারের পক্ষে আইনজীবী শ্রী নিশান্ত শ্রীবাস্তব

বিবাদীর পক্ষে জেই শ্রী সঞ্জীব শর্মা।

সালিসকারী শ্রী. ডি. এস. যাদব তাঁর নিজস্ব ভিন্নমতের রায় দাখিল করেছেন।

এই সালিশ প্রক্রিয়ার জন্য উভয় ডার্টিকে বিনামূল্যে অনুলিপি সরবরাহ করা হয়েছে। উভয় পক্ষই ২৭.০৪.২০১৮ তারিখের রায়ে কোনও গণনা বা কেরানির ত্রুটি ইত্যাদি নির্দেশ করেনি।

এখন একই স্থানে এসে শ্রী ডি. এস. যাদবের দেওয়া আজকের রায়ে যদি কোনও টাইপোগ্রাফিক বা ক্লারিক্যাল ভুল থাকে, তা তুলে ধরব। সালিসকারী।' একই স্থানে। সেই তারিখে মূল রেকর্ডটি এল. ডি-এর কাছে হস্তান্তর করা উচিত। রেকর্ডের পেনড্রাইভ সহ সুরক্ষিত হেফাজতের জন্য দাবিদারদের পরামর্শ অন্য পক্ষের পাশাপাশি সালিসকারীদের কাছেও হস্তান্তর করা উচিত।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

(v) ১৯.০৫.২০১৮ তারিখে, ট্রাইব্যুনাল রেকর্ড করে যে উভয় পক্ষই রায়ে কোনও করণিক বা মুদ্রণগত ভুল বা ভিন্নমত পোষণের জন্য কোনও আবেদন দাখিল করেনি। এই তারিখে, সালিসী রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি উভয় পক্ষকে সরবরাহ করা হয়েছিল এবং কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছিল। ১৯.০৫.২০১৮ তারিখের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

দাক্ষিণ হরিয়ানা বিজলি ভিত্রান নাইগাম লিমিটেড বনাম এম/এস ১১৪৩

নেভিগ্যান্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড [ইন্দু মালহোত্র, বিচারপতি]

১৯,০৫.২০১৮

বর্তমানঃ-

শ্রী নিশান্ত শ্রীবাস্তব, দাবিদার পক্ষের আইনজীবী

শ্রী আশিস গোয়েল, শ্রী সঞ্জীব শর্মার সাথে আইনজীবী, জেই, উত্তরদাতার পক্ষে।

মূল রেকর্ডটি অ্যাডভোকেট শ্রী নিশান্ত শ্রীবাস্তবের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে, যাতে এটি তার কাছে নিরাপদে রাখা যায় এবং প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপন করা যায়। রেকর্ডের পেন ড্রাইভ উভয় আইনজীবী এবং সালিশকারীদের কাছে সরবরাহ করা হয়েছে। রেকর্ডে দুটি ফাইল রয়েছে। প্রথম ফাইলটিতে ২৭০ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় ফাইলটিতে রায়, প্রমাণ, জিমিনি আদেশ এবং বিবিধ কাগজপত্র রয়েছে ৫৯৬ পৃষ্ঠা। উভয় পক্ষের জন্য লেফটেন্যান্ট কাউন্সিলকে রায়ের (স্বাক্ষরিত কপি) বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। উভয় পক্ষই রায়ে কোনও করণিক বা টাইপোগ্রাফিক ভুল উল্লেখ করার জন্য কোনও আবেদন করেনি।

কার্যধারা এখন শেষ হয়ে গেছে, তাই এতদ্বারা শেষ করা হয়েছে। "

(জোর দেওয়া হয়েছে)

(vi) আপিল-কর্পোরেশন বিলম্বের ক্ষমা করার আবেদন সহ ২৭.০৪.২০১৮ তারিখের রায়কে চ্যালেঞ্জ করার জন্য হরিয়ানার হিসারের এলডি দেওয়ানী কোর্টে ১০.০৯.২০১৮-এর ৩৪ ধারার অধীনে তার আপত্তি দাখিল করেছে।

আপিলকারী কর্পোরেশন দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছিল যে ধারা ৩৪ (৩) দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১২.০৫.২০১৮-এ স্বাক্ষরিত রায় প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩ মাস এবং ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তিগুলি দায়ের করা হয়েছিল।

(vii) ১৪.০২.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে দেওয়ানি আদালত বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাওয়ার আবেদনটি খারিজ করে দেয়। রায়ে বলা হয় যে আপিলকারী ২৭.০৪.২০১৮ তারিখে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় পেয়েছেন। সুতরাং, সীমার সময়কাল একই তারিখ থেকে শুরু হয়।

তদনুসারে, তিন মাসের সীমাবদ্ধতার সময়কাল ২৭.০৪.২০১৮ থেকে শুরু হয় অর্থাৎ যে তারিখে আপিলকারী সালিসী রায় পেয়েছেন। ধারা ৩৪ (৩)-এর শর্তাবলীতে বলা হয়েছে যে আদালত যদি সন্তুষ্ট হয় যে আবেদনকারীকে ৩ মাসের মধ্যে আবেদন করতে পর্যাপ্ত কারণে বাধা দেওয়া হয়েছে, তবে এটি আরও ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনটি গ্রহণ করতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে, আরও ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও ডব্লিউ. এস. ৩৪ আবেদনটি দায়ের করা হয়েছিল। কেবলমাত্র ভিন্নমত পোষণকারী মতামতকে সংখ্যালঘু সালিসকারীর দ্বারা রায় হিসাবে ভুলভাবে সাজানো হয়েছিল বলে, এটি বলা যায় না যে ভিন্নমত পোষণকারী মতামত একটি রায়ের মর্যাদা অর্জন করে। ফলস্বরূপ, আপত্তিগুলি কেবল বিলম্বের ভিত্তিতে খারিজ করা হয়েছিল।

(viii) আপিলকারী কর্পোরেশন হাইকোর্টে সালিশ আইনের ধারা ৩৭ এর অধীনে আপিল নং ১৯৫৪/২০১৯ (ও&এম) দায়ের করেছে।

১১.১২.২০১৯ তারিখের আপত্তিকর আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্ট দেওয়ানী কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে সমর্থন করেছে। বলা হয়েছে যে ধারা ৩১ এর পাঠ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে যে একবার সংখ্যাগরিষ্ঠ সালিসকারীর দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং যোগাযোগ করা হলে, এটি একটি "রায়" হিসাবে বিবেচিত হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের স্বাক্ষরিত কপি, অর্থাৎ তিনজন সালিসকারীর মধ্যে দুজনের স্বাক্ষরিত, ২৭.০৪.২০১৮ তারিখে গৃহীত হয়েছিল এবং ধারা ৩৪(৩) এর অধীনে, আপত্তিগুলি ৩ মাসের মধ্যে দাখিল করতে হবে, যার মেয়াদ ২৭.০৭.২০১৮ তারিখে শেষ হবে। আপিলকারীদের ৩০ দিনের সুবিধা মঞ্জুর করা হলেও, আপত্তিগুলি ২৬.০৮.২০১৮ সালের মধ্যে দাখিল করা উচিত ছিল, যেখানে আপত্তিগুলি ১০.০৯.২০১৮ তারিখে দাখিল করা হয়েছিল। দেওয়ানি আদালতের রায়ে কোনও ত্রুটি ছিল না এবং সেই অনুযায়ী, আপিলটি খারিজ করা হয়েছিল।

(ix) বিলম্বের ভিত্তিতে ৩৪ ধারার অধীনে আপত্তি প্রত্যাখ্যানের ফলে আপিলকারী কর্পোরেশন বর্তমান আপিল দায়ের করেছে।

৩. দলগুলির জমা দেওয়া

(i) আপিলকারী কর্পোরেশন অন্যান্য বিষয়ের সাথে যুক্তি দিয়েছিল যে তাদের আপত্তিগুলি অতিরিক্ত সিভিল জজ, সেইসাথে হাইকোর্ট ভুলভাবে খারিজ করে দিয়েছে, যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে

দাক্ষিণ হরিয়ানা বিজলি ভিত্রান নাইগাম লিমিটেড বনাম এম/এস ১১৪৫

নেভিগ্যান্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড [ইন্দু মালহোত্র, বিচারপতি]

সালিশি আইনে 'সালিসি রায়'-এর উল্লেখে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের পাশাপাশি সংখ্যালঘু মতামত উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

আইনের ৩১(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, ট্রাইব্যুনালের সকল সদস্যকে রায়ে স্বাক্ষর করতে হবে। ধারা ৩১(২) যা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের স্বাক্ষর এবং তৃতীয় সালিসকারীর স্বাক্ষর বাদ দেওয়ার কারণ উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও রায়ে দেওয়ার অনুমতি দেয়, তা কেবলমাত্র সর্বসম্মত রায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ধারা ৩১(২) এর কোন প্রয়োগ নেই যখন একজন সালিসকারীর ভিন্নমত থাকে।

আইনের ৩৪ ধারায় সালিসী রায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি দায়ের করার বিধান রয়েছে, শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের ক্ষেত্রে নয়। ফলস্বরূপ, আইনের ৩৪(৩) ধারার অধীনে রায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি দায়ের করার সময়সীমা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং সালিসী রায়ের সাথে সম্পর্কিত, যার মধ্যে ট্রাইব্যুনালের ভিন্নমত থাকা সদস্যের মতামত অন্তর্ভুক্ত।

যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়কে সালিসী রায়ের অর্থ হিসেবে নেওয়া হয়, তাহলে সংখ্যালঘুদের ভিন্নমতের মতামতের কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রায়দাতার প্রতি গুরুতর পক্ষপাতদুষ্ট হবে।

আরও বলা হয়েছে যে, যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায় ২৭.০৪.২০১৮ তারিখে ঘোষণা করা হয়েছিল, ট্রাইব্যুনাল ১২.০৫.২০১৮ তারিখে বিষয়টি পোস্ট করে যাতে পক্ষগুলি রায়ে কোনও সংশোধন, অথবা কোনও টাইপোগ্রাফিক বা কেরানিগত ত্রুটি নির্দেশ করতে পারে। ১২.০৫.২০১৮ তারিখে ভিন্নমত পোষণকারী মতামত ঘোষণা করা হয় এবং পক্ষগুলিকে একটি অনুলিপি প্রদান করা হয়। সংখ্যালঘুদের মতামত সংশোধনের জন্য যে কোনও আবেদন বিবেচনা করার জন্য ১৯.০৫.২০১৮ তারিখে বিষয়টি পোস্ট করা হয়। যেহেতু রায়েদ সংশোধনের জন্য কোনও আবেদন, অথবা সংখ্যালঘুদের মতামত, পক্ষগুলি দায়ের করেনি, তাই ট্রাইব্যুনাল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

আরও বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন মামলায় আদালত ভিন্নমত পোষণকারী মতামতকে সঠিক বলে মনে করেছে। সাংইয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেড বনাম এনএইচএআই মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে, যেখানে ভিন্নমত পোষণকারী মতামতকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বহাল রাখা হয়েছে এবং তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

---

[১]২০১৯ (১৫) এসসিসি ১৩১.

অ্যাক্সিওস নেভিগেশন বনাম ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন[১] মামলায় বোম্বে হাইকোর্টের রায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে আইনের ৩৪ ধারার অধীনে আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সংখ্যালঘুদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাসঙ্গিক।

(ii) অন্যদিকে, উত্তরদাতারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে সালিসি আইনের ৩৪ ধারার অধীনে আপিলকারী কর্পোরেশন কর্তৃক দায়ের করা আপত্তিগুলি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ, এবং সেভাবে খারিজ করা উচিত। উত্তরদাতার যুক্তি হল যে যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ পুরষ্কার ২৭.০৪.২০১৮-এ ঘোষণা করা হয়েছিল, তাই ধারা ৩৪ (৩)-এর অধীনে প্রযোজ্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল এই তারিখ থেকে শুরু হবে।

উত্তরদাতা আইনের ৩৪ (৩) ধারার উপর নির্ভর করে বলেন যে, কোনও পক্ষ রায় প্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে রায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে পারে। আদালতের সন্তুষ্টির জন্য পর্যাপ্ত কারণ দেখানো হলে, তিন মাসের সময়সীমা অতিরিক্ত ত্রিশ দিনের জন্য বাড়ানো যেতে পারে। উত্তরদাতা বলেন যে, আপত্তি দায়ের করার সময় ২৬.০৭.২০১৮ পর্যন্ত উপলব্ধ ছিল, অথবা যদি পর্যাপ্ত কারণ তৈরি করা হয়, তবে অতিরিক্ত ৩০ দিনের সময়কাল যা ২৬.০৮.২০১৮-এ শেষ হয়ে যায়।

সংখ্যালঘু সদস্যের মতবিরোধমূলক মতামত ধারা ৩৪-এর উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়কাল গণনা করার উদ্দেশ্যে কোনও রায় ছিল না।

আইনের ২৯ (১) ধারায় বিবেচনা করা হয়েছে যে, ট্রাইব্যুনালের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্তই সালিশ সংক্রান্ত রায়।

রিলায়েন্সকে আইনের ৩১ (২) ধারায় রাখা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা রায় স্বাক্ষরিত হয়, এবং তৃতীয় সালিসকারীর স্বাক্ষর বাদ দেওয়ার কারণগুলি রায়ে নথিভুক্ত করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ট্রাইবুনেলের সমস্ত সদস্যের স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল না।

সংখ্যালঘুদের মতামত কেবল একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, এবং এটি একটি রায় হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে না। আইনের ধারা ৩৪ (৩) এর অধীনে সীমাবদ্ধতার গণনা করার উদ্দেশ্যে এটি সালিসী রায় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না।

---

[১]২০১২ এস. সি. সি অনলাইন বম্ব ৪.

দাক্ষিণ হরিয়ানা বিজলি ভিত্রান নাইগাম লিমিটেড বনাম এম/এস ১১৪৭

নেভিগ্যান্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড [ইন্দু মালহোত্র, বিচারপতি]

ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড বনাম অ্যাকোম এবং ওরস. 'অ্যাক্সিয়ন নেভিগেশন বনাম ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড' এবং ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বনাম এয়ার ইন্ডিয়া লিমিটেড, ৫-এর মামলায় দিল্লি ও বোম্বে হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে রিলায়েন্সকে রাখা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে আইনের ৩৪ (৩) ধারার অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়কাল রায়টি পাস হওয়ার তারিখ থেকে শুরু হবে।

৪. আলোচনা ও বিশ্লেষণ

আমরা পক্ষগুলির পক্ষ থেকে এল. ডি.-এর পরামর্শ শুনেছি। পক্ষগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী বিতর্কের প্রশংসা করার জন্য, আমরা প্রথমে সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করব।:

(I) ধারা ২ (১) (গ) ১৯৯৬ সালের আইনের একটি অন্তর্বর্তীকালীন রায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য "সালিসি রায়"-কে সংজ্ঞায়িত করে। ১৯৯৬ সালের আইনের বেশ কয়েকটি বিধানে "সালিসি রায়" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আইনটি সালিসি উইবুনাল দ্বারা পাস হওয়া শুধুমাত্র একটি সালিসি রায়কে স্বীকৃতি দেয়, যা সর্বসম্মতহতে পারে।

রায়, বা সদস্যদের প্যানেলের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা গৃহীত একটি রায়। একটি রায় বিচারের জন্য উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ে সালিসকারীর দ্বারা গৃহীত একটি বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত। রায়ে অন্তর্নিহিত বাণিজ্যিক চুক্তি থেকে উদ্ভূত পক্ষগুলির অধিকার এবং বাধ্যবাধকতাগুলির বিচারের বিষয়ে ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত কারণ রয়েছে। পুরষ্কারটি অবশ্যই এমন হতে হবে যা সালিশের জন্য উল্লিখিত সমস্ত বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত নেয়। একজন ভিন্নমতাবলম্বী সালিসকারীর দৃষ্টিভঙ্গি কোনও রায় নয়, বরং তার মতামত। তবে, রায় দ্বারা ক্ষুব্ধ কোনও পক্ষ ভিন্নমতের মতামতের জন্য নির্ধারিত যুক্তি এবং ফলাফল থেকে সমর্থন পেতে পারে,

(ii) ধারা ২ (১) (ঘ) দ্বারা 'সালিসী ট্রাইব্যুনাল' শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যার অর্থ একমাত্র সালিসকারী বা সালিসকারীদের একটি প্যানেল।

(iii) সালিস ও সমঝোতা আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সালিসী রায় দেওয়ার এবং সালিসী কার্যধারা সমাপ্তির পদ্ধতি প্রদান করা হয়েছে। ধারা ২৮ থেকে ৩১ রায় দেওয়ার পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত। ধারা ২৮ সালিশের মাধ্যমে কোনও বিরোধ নির্ধারণের জন্য প্রযোজ্য নিয়ম সরবরাহ করে।

---

[৩]এআইআর ২০০৯ দিল্লি ১০২

[৪]২০১২) ১১৪ (১) বম এলআর ৩৯২,

[৫](২০১৯) এস. সি. সি অনলাইন ডেল ১১৬৩৪

(iv) ১৯৯৬ সালের আইনের ২৯ নং ধারা সালিসকারীদের একটি প্যানেল দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত। ২৯ নং ধারায় বলা হয়েছেঃ

"২৯. সালিসকারীদের একটি প্যানেল দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ-

(১) একাধিক সালিসকারীর সাথে সালিসের কার্যধারায় পক্ষগুলির দ্বারা অন্যথায় সম্মত না হলে সালিস ট্রাইব্যুনালের যে কোনও সিদ্ধান্ত তার সমস্ত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা নেওয়া হবে।

(২) উপ-ধারা (১) সত্ত্বেও, পক্ষগুলি বা সালিসী ট্রাইব্যুনালের সমস্ত সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হলে, কার্যপদ্ধতির প্রশ্নগুলি সভাপতিত্বকারী, সালিসকারী দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

উপ-ধারা (১)-এ বলা হয়েছে যে পক্ষগুলি যদি অন্যথায় সম্মত না হয়, একাধিক সালিসকারীর সাথে সালিশ কার্যধারায়, "সালিশ ট্রাইব্যুনালের যে কোনও সিদ্ধান্ত তার সমস্ত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা নেওয়া হবে"।

'সালিসী রায়' হল সালিসী ট্রাইব্যুনালের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত, যা চূড়ান্ত এবং পক্ষগুলির জন্য বাধ্যতামূলক।

ধারা ৩৫-এ বলা হয়েছে যে একটি সালিসী রায় পক্ষ এবং তাদের অধীনে দাবি করা ব্যক্তিদের জন্য "চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক" হবে। একটি ভিন্নমত পোষণকারী মতামত আইনের ৩৬ ধারার অধীনে প্রয়োগযোগ্য দলগুলির অধিকার বা দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করে না।

(v) ধারা ৩৪ এবং ৩৬-এ "সালিসী রায়" শব্দটির উল্লেখ সালিসী ট্রাইব্যুনালের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্তকে নির্দেশ করে। কোনও পক্ষ ধারা ৩৪ এর অধীনে বাতিল করার জন্য বা ধারা ৩৬ এর অধীনে ভিন্নমত পোষণকারী মতামত কার্যকর করার জন্য আবেদন করতে পারে না। ধারা ৩৪ এর অধীনে বাতিল করার জন্য যা সম্ভব তা হল "সালিসী রায়" অর্থাৎ ট্রাইব্যুনালের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত। একইভাবে, ধারা ৩৬ এর অধীনে যা কার্যকর করা যেতে পারে তা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা গৃহীত "সালিসী রায়"।

(vi) ২০১৫ সালের সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ধারা ২৯ক সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। উপ-ধারা (১) এর অধীনে, সালিসী ট্রাইব্যুনাল [আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসী ব্যতীত] আইন অনুসারে

ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আবেদন সমাপ্তির তারিখ থেকে ১২ মাসের মধ্যে সালিসী রায় প্রদানের জন্য বাধ্যতামূলক। ধারা ২৯ক (৪) এর বিধান অনুসারে, উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে অথবা উপ-ধারা (৩) এর অধীনে বর্ধিত সময়ের মধ্যে যদি রায় প্রদান না করা হয়, তাহলে সালিসকারীদের "আদেশ" বাতিল হয়ে যাবে। অতএব, আইনের বিধান অনুসারে, সময়সীমা অনুসরণ না করা হলে সালিসকারীদের আদেশ বাতিল হয়ে যাবে।

(vii) রায়ে স্বাক্ষর করার আইনি প্রয়োজনীয়তা

একক সালিসকারী বা ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের দ্বারা সালিস সংক্রান্ত রায়ে স্বাক্ষর করার আইনি প্রয়োজনীয়তা ১৯৯৬ সালের আইনের ® ধারা ৩১-এ পাওয়া যায়, যা সালিস সংক্রান্ত রায়ে ফর্ম এবং বিষয়বস্তু প্রদান করে। ধারা ৩১ প্রদান করেঃ

"৩. সালিসী রায়ের ফরম্যাও বিষয়বস্তু,-(১) সালিসী রায় লিখিতভাবে দেওয়া হবে এবং সালিসী ট্রাইব্যুনালের সদস্যরা স্বাক্ষর করবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যে, একাধিক সালিসকারীর সঙ্গে সালিসের কার্যধারায়, সালিস ট্রাইব্যুনালের সমস্ত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বাক্ষর যথেষ্ট হবে যতক্ষণ না কোনও বাদ দেওয়া স্বাক্ষরের কারণ উল্লেখ করা থাকে।

……..

(৪) সালিসী রায়টি ধারা ২০ অনুসারে নির্ধারিত সালিশের তারিখ এবং স্থান উল্লেখ করবে এবং রায়টি সেই জায়গায় দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হবে।

(৫) সালিসী রায় দেওয়ার পরে, প্রতিটি পক্ষের কাছে একটি স্বাক্ষরিত অনুলিপি সরবরাহ করা হবে,

(জোর দেওয়া হয়েছে)

(viii) ধারা ৩১ (১) বাধ্যতামূলকভাবে প্রণীত হয়েছে এবং এতে বলা হয়েছে যে, একটি সালিসী রায় লিখিতভাবে প্রদান করতে হবে এবং সালিসী ট্রাইব্যুনালের সকল সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে। যদি সালিসী ট্রাইব্যুনাল একাধিক সালিসকারী নিয়ে গঠিত হয়, তাহলে রায় তখনই দেওয়া হয় যখন সালিসকারীরা একসাথে তাদের সিদ্ধান্ত

লিখিতভাবে প্রকাশ করে এবং তাদের স্বাক্ষর দ্বারা প্রমাণীকরণ করা হয়। একটি রায় কেবল সালিসকারীরা স্বাক্ষর করার পরেই আইনগতভাবে কার্যকর হয়, যা এটিকে প্রমাণীকরণ দেয়। স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত রায়ের কোনও চূড়ান্ততা থাকতে পারে না, কারণ রায়ে স্বাক্ষর করা এটিকে আইনি প্রভাব এবং বৈধতা দেয়। রায় প্রদান এবং প্রদান একটি সালিসী কার্যধারার বিভিন্ন পর্যায়। রায় প্রদানকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রমাণীকরণের পরে এটি দেওয়া হয়।

আইনটি ট্রাইব্যুনালের প্রতিটি সদস্যের পক্ষে এই রায়ে স্বাক্ষর করা, এটিকে একটি বৈধ রায়ে পরিণত করা বাধ্যতামূলক করে তোলে। "হবে" শব্দটির ব্যবহার এটিকে একটি বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা করে তোলে। এটি কেবল একটি মন্ত্রীর আইন বা একটি ফাঁকা আনুষ্ঠানিকতা নয় যা দিয়ে বিতরণ করা যেতে পারে।

(ix) উপ-ধারা (৪) সহ ৩১ ধারার উপ-ধারা (১) স্পষ্ট করে দেয় যে আইনটি একটি একক তারিখ বিবেচনা করে যে তারিখে সালিসী রায় পাস করা হয় অর্থাৎ যে তারিখে রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হয়। ধারা ৩১ (৫) সালিসকারী/ট্রাইব্যুনালকে পক্ষগুলিকে সালিস সংক্রান্ত রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়। রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ হল যে তারিখ থেকে ৩৪ তারিখে আপত্তি দায়ের করার জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু হবে। এটি ধারা ৩৪ (৩) এর উপ-ধারা (৩) এর ভাষা থেকে স্পষ্ট হবে যা পড়ে

"৩৪, সালিসী রায় বাতিল করার জন্য আবেদন.

(৩) আবেদনকারী পক্ষ যে তারিখে আবেদনটি গ্রহণ করেছে সেই তারিখ থেকে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে বা ধারা ৩৩ এর অধীনে কোনও অনুরোধ করা হলে সালিসী ট্রাইব্যুনাল যে তারিখে সেই অনুরোধটি নিষ্পত্তি করেছে সেই তারিখ থেকে প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করা যাবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি আদালত সন্তুষ্ট হন যে আবেদনকারীকে

---

[৬]ম্যাথোয়ার কমেন্টারি অন দ্য ল অফ আরবিট্রেশন, ওল্টার্স ক্লুয়ার, ৪থ এড., ভিওএলআই,

পি.৭৯৪,

পর্যাপ্ত কারণে তিন মাসের মধ্যে আবেদন করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তাহলে আদালত আরও ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদনটি গ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু এরপর নয়।

(x) ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ায় বনাম টেক্কো ত্রিচি ইঞ্জিনিয়ার্স এবং কন্ট্রাক্টরস-এ[৭], এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে ৩৪ নম্বর ধারায় আবেদন দাখিলের জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল কেবলমাত্র আইনের ধারা ৩১ (৫)-এ রায়ের বৈধ বিতরণের পরেই শুরু হবে। অনুচ্ছেদ ৮-এ, এটি নিম্নরূপ ছিলঃ

"৮,ধারা ৩১-এর উপ-ধারা (৫)-এর অধীনে সালিসী রায় প্রদান নিছক আনুষ্ঠানিকতার বিষয় নয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধারা ৩১-এর অধীনে পর্যায়টি অতিক্রম করার পরেই আইনের ধারা ৩২-এর অর্থের মধ্যে সালিসী কার্যধারা সমাপ্তির পর্যায়টি উদ্ভূত হয়। কার্যকর হওয়ার জন্য পক্ষকে সালিসী রায় প্রদান পক্ষকে 'গ্রহণ' করতে হবে। সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক এই প্রদান এবং রায়ের পক্ষের রসিদ বেশ কয়েকটি সীমাবদ্ধতার সময়সীমা নির্ধারণ করে যেমন ধারা ৩৩ (১) এর অধীনে ৩০ দিনের মধ্যে কোনও রায়ের সংশোধন ও ব্যাখ্যার জন্য আবেদন, ধারা ৩৩ (৪) এর অধীনে অতিরিক্ত রায় দেওয়ার জন্য আবেদন এবং ধারা ৩৪ (৩) এর অধীনে একটি রায় বাতিল করার জন্য আবেদন এবং শীঘ্রই। আন্তির রায়ের অনুলিপি প্রদানের ফলে পক্ষকে নির্দিষ্ট কিছু অধিকার প্রদান করা হয় এবং সেই তারিখ থেকে গণনা করা নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে সেই অধিকারগুলি প্রয়োগের অধিকারও শেষ হয়ে যায়, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক রায়ের অনুলিপি সরবরাহ এবং প্রতিটি পক্ষের দ্বারা তার প্রাপ্তি সালিসী কার্যধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় গঠন করে। "

(জোর দেওয়া হয়েছে)

(xi) টেকো ত্রিচি ইঞ্জিনিয়ার্স (সুপ্রা) মামলার রায়টি মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম আর্ক বিল্ডার্স,[৮] মামলায় অনুসরণ করা হয়েছিল যেখানে এই আদালত বলেছে যে ধারা ৩১(১) সালিসী ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের লিখিতভাবে রায় প্রদান করতে এবং স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। ধারা ৩১-এর উপ-ধারা (৫) এর অধীনে আইনি প্রয়োজনীয়তা হল সালিসী ট্রাইব্যুনাল / সালিসকারীর সদস্যদের দ্বারা স্বাক্ষরিত রায়ের একটি অনুলিপি সরবরাহ করা, এবং রায়ের কোনও অনুলিপি নয়।

---

[৭](২০০৫) ৪ এস. সি. সি ২৩৯.

[৮](২০১১) ৪ এস. সি. সি৬আই৬ এইচ

ধারা ৩৪ (৩)-এর সঙ্গে পাঠ করা ধারা ৩১ (৫)-এর সামঞ্জস্যপূর্ণ গঠনে, আপত্তি দায়েরের জন্য নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়কাল কেবল সেই তারিখ থেকে শুরু হবে যখন রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি পুরষ্কার বাতিল করার আবেদনকারী পক্ষের কাছে সরবরাহ করা হবে। যদি আইন নির্দেশ করে যে, রায়ের একটি অনুলিপি নির্দিষ্ট উপায়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে জানানো, বিতরণ করা, পাঠানো, প্রেরণ করা, প্রদান করা বা পাঠানো হবে এবং যেহেতু আইন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের দ্বারা বিতর্কিত রায়কে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে, তবে সীমাবদ্ধতার সময়কাল কেবল সেই তারিখ থেকে শুরু হতে পারে যেদিন সংশ্লিষ্ট পক্ষ আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রায়টি গ্রহণ করেছিল।

সম্প্রতি আনিতকুমার জিনাভাই প্যাটেল বনাম প্রবীনচন্দ্র জিনাভাই প্যাটেলের[৯] ক্ষেত্রে টেকো ট্রিচির রায় অনুসরণ করা হয়েছে?

(xii) হিমাচল প্রদেশ রাজ্য বনাম হিমাচল টেকনো ইঞ্জিনিয়ার্স[১০] মামলায়, এই আদালত রায় দিয়েছে যে, সালিশের পক্ষগুলির মধ্যে যদি কোনও একটি সরকার বা কোনও বিধিবদ্ধ সংস্থা থাকে, যার ছুটির বিজ্ঞপ্তি রয়েছে, এবং যদি কোনও ছুটির দিনে বা কর্মহীন দিনে কোনও বেলদার বা কোনও পাহারাদারকে রায় প্রদান করা হয়, তবে এটি আইনের ৩১ (৫) ধারার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষের দ্বারা "রায়ের প্রাপ্তি" হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। যখন রায় প্রদান করা হয়, বা জমা করা হয়, বা কোনও কর্মহীন দিনে কোনও পক্ষের অফিসে রেখে দেওয়া হয়, তখন শারীরিক প্রসবের তারিখ সেই পক্ষের দ্বারা রায়ের "প্রাপ্তির" তারিখ নয়। ধারা ৩১ (৫)-এর উদ্দেশ্যে, প্রাপ্তির তারিখটি পরবর্তী কার্যদিবস হতে হবে।

(xiii) ধারা ৩২-এ বলা হয়েছে যে, চূড়ান্ত রায় পাস হওয়ার পরে সালিসী কার্যধারা বাতিল করা হবে। সালিসী কার্যধারা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সালিসী ট্রাইবুনেলের আদেশ শেষ হয়ে যায় এবং ট্রাইবুনেল কার্যকরী হয়ে যায়।

---

[৯](২০১৮) ১৫ এস. সি. সি ১৭৮

[১০](২০১০) ১২ এস. সি. সি ২১০

(xiv) তিন সদস্যের একটি প্যানেল নিয়ে গঠিত একটি সালিসী ট্রাইব্যুনালে, যদি সদস্যদের মধ্যে একজন ভিন্নমত পোষণ করেন, তাহলে তা চূড়ান্ত রায়ের একই তারিখে প্রদান করতে হবে, পরবর্তী তারিখে নয়, কারণ চূড়ান্ত রায় প্রদানের পর ট্রাইব্যুনাল কার্যকরী হয়ে ওঠে। রায় প্রদান এবং ভিন্নমত পোষণের সময়কাল আইনের ধারা ২৯ক দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হতে হবে।

(xv) ফাউচার্ড, গেইলার্ড, গোল্ডম্যান রচিত "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ" সম্পর্কিত গ্রন্থে মতামত দেওয়া হয়েছে যেঃ

"১৪০৩-একটি ভিন্নমত পোষণকারী মতামত তখনই জারি করা যেতে পারে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠরা ইতিমধ্যে রায় গঠনকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ততক্ষণ পর্যন্ত, সংখ্যালঘু সালিসকারীর জারি করা যে কোনও নথি কেবল আলোচনার অংশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। তবে, একবার সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পরে, ভিন্নমত পোষণকারী মতামতের লেখকের পক্ষে অন্যান্য সালিসকারীদের কাছে একটি খসড়া যোগাযোগ করা ভাল যাতে তারা এতে উপস্থাপিত যুক্তিগুলি নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা প্রদত্ত রায়টি তখন ভিন্নমত পোষণকারী মতামতের পরে বা কমপক্ষে ভিন্নমত পোষণকারী মতামতের খসড়ার পরে জারি করা যেতে পারে... "[১১]

(xvi) আইন বরফ দ্বারা স্বীকৃত শুধুমাত্র একটি তারিখ রয়েছে. যে তারিখ থেকে পক্ষগুলি চূড়ান্ত রায়ের একটি স্বাক্ষরিত অনুলিপি গ্রহণ করে, যে তারিখ থেকে আপত্তি দায়ের করার জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু হবে। এটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে ব্যতীত রায়ে কোনও চূড়ান্ততা থাকতে পারে না, কারণ রায়ে স্বাক্ষর পুরষ্কারকে আইনী প্রভাব এবং চূড়ান্ততা দেয়।

(xvii) যে তারিখে ভারতীয় সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর অধীনে পক্ষগুলিকে স্বাক্ষরিত রায় প্রদান করা হয় তা সালিসি কার্যধারার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ তারিখ। এই তারিখ থেকেঃ (ক) ধারা ৩৩-এর অধীনে সংশোধন ও ব্যাখ্যার জন্য আবেদন করার জন্য ৩০ দিনের সময়কাল বা অতিরিক্ত রায় দাখিল করা যেতে পারে; (খ) আইনের ধারা ৩২ (১) দ্বারা প্রদত্ত সালিসি কার্যধারা শেষ হয়ে যাবে;

---

[১১]ফুচার্ড, গেইলার্ড, গোল্ডম্যান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আরবিট্রেশন, এড. এমানুয়েল গেইলার্ড, জন স্যাভেজ,, পৃ.৭৮৬ (ক্লুয়ার ল ইন্টারন্যাশনাল)।

(গ) ধারা ৩৪-এর অধীনে রায়ের বিষয়ে আপত্তি দায়ের করার জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু হয়।

(xviii) ধারা ৩৪ উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর অধীনে রায় বাতিল করার জন্য আবেদন করার পরে আদালত কর্তৃক রায়ের বিচারিক তদন্তের জন্য সহায়তা প্রদান করে।

৩৪ নং ধারায় রায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি দায়ের করার জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল সেই তারিখ থেকে শুরু হয় যেদিন আবেদনকারী পক্ষ ১৯৯৬ সালের আইনের ৩১ (৫) ধারা অনুসারে সালিসী রায়ের একটি স্বাক্ষরিত অনুলিপি "পেয়েছে"।

ধারা ৩৪ (৩) রায়ের "প্রাপ্তির" তারিখ থেকে তিন মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং আরও ত্রিশ দিনের সময়সীমা প্রদান করে, যদি আদালত সন্তুষ্ট হয় যে উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে যথেষ্ট কারণে পক্ষকে বাধা দেওয়া হয়েছিল, তবে তার পরে নয়।

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম পপুলার কনস্ট্রাকশন[১২] মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে, ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারা সালিসি আইনের ৩৪ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

"১২. ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ ধারার ভাষার ক্ষেত্রে, গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি "কিন্তু তার পরে নয়" উপ-ধারা (৩)-এর বিধানে ব্যবহৃত হয়। আমাদের মতে, এই বাক্যাংশটি সীমাবদ্ধতা আইনের ২৯ (২) ধারার অর্থের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বর্জন হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তাই সেই আইনের ৫ ধারার প্রয়োগকে বাধা দেবে। সংসদকে আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। এই রায় দেওয়ার জন্য যে আদালত কোনও আবেদন গ্রহণ করতে পারে, প্রবিধানের অধীনে বর্ধিত সময়ের বাইরে রায়টি বাতিল করার জন্য, এই বাক্যাংশটিকে "তবে এর পরে নয়" সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক করে তুলবে। ব্যাখ্যার কোনও নীতি এই ধরনের ফলাফলকে ন্যায়সঙ্গত করবে না।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া,[১৩] মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে আইনের ৩৪(৩) ধারার অধীনে "কিন্তু এরপর নয়" বাক্যাংশটি স্পষ্ট করে যে বাতিলের জন্য আবেদন দাখিলের জন্য বিধিবদ্ধ সময়কাল তিন মাস, যা পর্যাপ্ত কারণ দেখালে ত্রিশ দিন বাড়ানো যেতে পারে। ধারা ৩৪ এর অধীনে আবেদন দাখিলের জন্য আর কোনও সময় দেওয়া যাবে না।

---

[১২](২০০১)এসসিসি ৪৭০,

[১৩](২০১৯) ১২ এসসিসি ৪৫৫

দাক্ষিণ হরিয়ানা বিজলি ভিত্রান নাইগাম লিমিটেড বনাম এম/এস ১১৫৫

নেভিগ্যান্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড [ইন্দু মালহোত্র, বিচারপতি]

(xix) ধারা ৩৪ অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি আপত্তি দাখিল না করা হয়, তাহলে রায়দানকারী আইনের ধারা ৩৬ এর অধীনে আদালতের ডিক্রি হিসেবে সালিসী রায় কার্যকর করার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

পি. রাধা বাই বনাম পি. অশোক কুমার,[১৪] মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে:

৩২. ৫ সালিসী রায়কে চ্যালেঞ্জ করার সময়সীমা বা বর্ধিত সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে সালিসি আইনের ৩৬ ধারার অধীনে রায় কার্যকর করার সময়সীমা শুরু হয়। "যেখানে ৩৪ ধারার অধীনে সালিসি রায় বাতিল করার আবেদন করার সময় শেষ হয়ে গেছে" এই বাক্যাংশটি থেকে এটি স্পষ্ট হয়। একই পদ্ধতিতে যেন এটি আদালতের একটি ডিক্রি ছিল। "(জোর দেওয়া হয়েছে)] ধারা ৩৪ (৩)-এর অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে।

৩৬.২ দ্বিতীয়ত, সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারাকে ৩৪ ধারায় প্রসারিত করা সালিসি আইনের পরিকল্পনার প্রতি সহিংসতা ঘটাবে। উপরে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, ধারা ৩৬ কোনও পক্ষকে রায় কার্যকর করার জন্য আবেদন করতে সক্ষম করে যখন ধারা ৩৪ এর অধীনে একটি রায়কে চ্যালেঞ্জ করার সময়কাল -এর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তবে, যদি ধারা ১৭-এর মেয়াদ বাড়ানো হয় ধারা ৩৪-এ, ধারা ৩৬-এ "সালিসী রায় বাতিল করার জন্য আবেদন করার সময় নির্ধারণ" অনিশ্চিত হয়ে উঠবে এবং রায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি তৈরি করবে। এটি স্কিম -এর বিপরীত কাজ করে এবং সালিসি আইনের উদ্দেশ্য। "

---

[১৪](২০১৯) ১৩ এসসিসি ৪৪৫

(xx) একটি ভিন্নমতের প্রাসঙ্গিকতা

(ক) একটি সংখ্যালঘু সালিসকারীর ভিন্নমতের উপর নির্ভর করা যেতে পারে যে পক্ষটি ধারা 34 এর অধীন কার্যধারায় তার দাখিলগুলিকে জোরদার করার জন্য পুরষ্কারটি একপাশে রাখতে চাইছে।

(খ) ধারা 34 এর অধীনে আদালত কর্তৃক বিচারিক যাচাই-বাছাইয়ের পর্যায়ে, ট্রাইব্যুনালের সংখ্যালঘু সদস্যের ভিন্নমতের মতামতের ফলাফল এবং সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা থেকে আদালতকে বাধা দেওয়া হয় না।

(গ) 'রাসেল অন আরবিট্রেশন'-এর ভাষ্যটিতে, একটি ভিন্নমতের প্রাসঙ্গিকতা নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

"৬-০৫৮. ভিন্নমতের মতামত। ট্রাইব্যুনালের যেকোন সদস্য যিনি একটি পুরস্কারে সম্মতি দেন না তাদের এটিতে স্বাক্ষর করার প্রয়োজন নেই তবে মামলার নিজস্ব মতামত, হয় রায়ের নথিতে বা একটি পৃথক "অসম্মতিমূলক মতামতে" সেট করতে পারেন। সালিসকারীকে তার ভিন্নমত প্রকাশ করার উপযুক্ত কারণ আছে কিনা তা সাবধানে বিবেচনা করা উচিত, কারণ একটি ভিন্নমতের মতামত শুধুমাত্র পক্ষকে রায়ের জন্য উত্সাহিত করতে পারে এবং এটি রায়ের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ নয়, তবে এটি রায়ের অংশ নয়। একটি চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে বা রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করতে ইচ্ছুক একটি পক্ষের যুক্তিতে ওজন যোগ করতে পারে।"[১৫]

(জোর প্রদান করা হয়েছে)

(ঘ) গ্যারি বি. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসের উপর তার ভাষ্যতে জন্ম দিয়েছেন যে:

"জাতীয় আইন বা প্রযোজ্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম (অথবা অন্যথায়) স্পষ্ট অনুমোদন না থাকলেও, ভিন্নমত পোষণকারী বা পৃথক মতামত প্রদানের অধিকার সালিসকারীর বিচারিক কার্যকলাপ এবং যুক্তিসঙ্গত রায় প্রদানের ট্রাইব্যুনালের সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতার একটি উপযুক্ত সহগামী। যদিও এমন আইনি ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে ভিন্নমত পোষণকারী বা পৃথক মতামত অনুমোদিত নয়, অথবা প্রথাগত নয়, তবুও দল-মনোনীত সহ-সালিশকারী এবং বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালের প্রেক্ষাপটে এই দেশীয় নিয়মগুলির খুব কম প্রয়োগ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে,

---

[১৫]ডেভিড সেন্ট জন সাটন, জুডিথ গিল এবং ম্যাথিউ গিয়ারিং কিউসি, রাসেল অন আরবিট্রেশন, ২৪তম সংস্করণ (সুইট অ্যান্ড ম্যাক্সওয়েল), পৃষ্ঠা ৩১৩।

দাক্ষিণ হরিয়ানা বিজলি ভিত্রান নাইগাম লিমিটেড বনাম এম/এস ১১৫৭

নেভিগ্যান্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড [ইন্দু মালহোত্র, বিচারপতি]

ভিন্নমত পোষণকারী মতামত প্রদানের জন্য একজন সালিসকারীর অধিকারকে যথাযথভাবে তার বিচারিক আদেশের একটি উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়, বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে যুক্তিসঙ্গত রায় প্রদানের প্রয়োজন হয়। কেবল স্পষ্টভাবে একটি স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার পক্ষগুলিকে মতবিরোধমূলক মতামত তৈরি এবং প্রকাশ করতে বাধা দেওয়া উচিত, যা বিবেচনামূলক প্রক্রিয়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং নির্বিচারে বা অনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান চেক প্রদান করতে পারে।[১৬]

এটি আরও মন্তব্য করেছে যে

"কোনও সালিসকারীকে নিয়ে কোনও আপত্তিকর কিছু নেই" পদ্ধতিগতভাবে ভিন্নমত পোষণকারী মতামত তৈরি করা এবং পক্ষগুলিকে তা জানানোর জন্য জোর দেওয়া। "যদি কোনও সালিসকারী বিশ্বাস করেন যে ট্রাইব্যুনাল একটি গুরুতর ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, যা আইন ও প্রমাণমূলক রেকর্ডের সাথে ন্যায্যভাবে মিটমাট করা যায় না, তবে তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারেন। এতে কোনও ভুল নেই-এবং বিপরীতভাবে, এটি অনেক বেশি সঠিক-বিচারিক প্রক্রিয়ার অংশ ডি হিসাবে এমন একটি কোর্স সহ যেখানে ট্রাইব্যুনালের উপসংহার যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রকাশ করা হয়। এবং, যদি সালিসকারী মনে করেন যে রায়ের সিদ্ধান্তের জন্য একটি" পদ্ধতিগত "আলোচনার প্রয়োজন হয়, তাও সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত; প্রকৃতপক্ষে, এটি বিচারিক প্রক্রিয়া বিচারে নিহিত রয়েছে এবং একটি যুক্তিযুক্ত রায়ের প্রয়োজনীয়তা।[১৭]

এটি আরও দেখা যায় যে

"...একটি বহু-সদস্যের ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত রায়ের ধারণাটিই বিভিন্ন কারণের বিবৃতি প্রদানের অনুমতি দেয় - যদি ট্রাইব্যুনালের বিভিন্ন সদস্য প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন মতামত ধারণ করে। এটি সেই প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য দিক যার মাধ্যমে পক্ষগুলি উভয়েরই তাদের মামলা উপস্থাপন করার এবং ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের কারণ শোনার সুযোগ পায়; ভিন্নমতের কথা না শুনলে পক্ষগুলি এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে বঞ্চিত হয়।"

(ঙ) সাংইয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেড বনাম এনএইচএআই,[১৮] মামলায় এই আদালত ভিন্নমত পোষণকারী মতামতকে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক অবস্থান হিসেবে বহাল রেখেছে।

---

[১৬]গ্যারি বর্ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ, ওল্টার্স ক্লুওয়ার, সম্পাদক ২০০৯, খণ্ড ২, পৃ. ২৪৬৬।

[১৭]গ্যারি বর্ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ, ওল্টার্স ক্লুওয়ার, সম্পাদক ২০০৯, খণ্ড ২, পৃ. ২৪৬৯।

[১৮](২০১৯) ১৫ এসসিসি ১৩১।

এই ক্ষেত্রে, আদালত দিল্লি হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত একটি আদেশ থেকে একটি বিশেষ ছুটির আবেদনের শুনানি করছিল। এই আদালত উল্লেখ করেছে যেঃ

১২. আপিলকারীর দায়ের করা ৩৪ ধারার একটি আবেদন দিল্লি হাইকোর্টের বিদ্বান একক বিচারক দ্বারা ৯-৮-২০১৬ [স্যাঙ্গিয়ং ইং. এবং কনস্ট্রাকশন কোং. লিড. বনাম এন. এইচ. এ. আই, ২০১৬ এস. সি. সি অনলাইন ডেল ৪৫৩৬] তারিখের একটি রায় এবং আদেশের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সালিসকারীদের দ্বারা একটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছিল যা সালিশ রায়ের চ্যালেঞ্জের পরামিতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে হস্তক্ষেপ করা যায় না। লিমেড একক বিচারক আরও বলেছিলেন যে নতুন সিরিজের অধীনে ২০০৪-২০০৫ সালের জন্য ভিত্তি সূচক উপলব্ধ ছিল বলে আবেদনকারীর ক্ষেত্রে মন্ত্রক দ্বারা প্রকাশিত 'নতুন সিরিজ' প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই রায় দেওয়ার পরে, বিদ্বান একক বিচারক বলেছিলেন যে যদিও ভিন্নমতের রায়ে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি আরও আকর্ষণীয়, এবং তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে পছন্দ করেছিলেন, তবুও তিনি দেখতে পেয়েছেন যে যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় একটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি, হস্তক্ষেপের সুযোগ সীমিত হওয়ায় ধারা ৩৪ পিটিশনটি খারিজ করা হয়েছিল। দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে একটি ধারা ৩৭ আপিল একই ফলাফল পেয়েছে, ৩-৪-২০১৭ [স্যাঙ্গিয়ং ইং. এবং কনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেড বনাম এনএইচএআই, ২০১৭ এসসিসি অনলাইন ডেল ৭৮৬৪: (২০১৭) ২৪০ ডিএলটি ৭১১] তারিখের বিতর্কিত রায় দ্বারা।

এই আদালত রায়টি বাতিল করে দেয়। তবে, রায়ের ৭৭ অনুচ্ছেদে, আদালত -এর অধীনে রায় দিয়েছে।

৭৭. দিল্লি হাইকোর্টের একক বিচারক [স্যাঙ্গিয়ং ইং. এবং কনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেড বনাম এনএইচএআই, ২০১৬ এসসিসি অনলাইন ডেল ৪৫৩৬] এবং ডিভিশন বেঞ্চের [স্যাঙ্গিয়ং ইং. এবং কনস্ট্রাকশন কোং. লিড বনাম এনএইচএআই, ২০১৭ এসসিসি অনলাইন ডেল ৭৮৬৪: (২০১৭) ২৪০ ডিএলটি ৭১১] রায়গুলি বাতিল করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়টিও বাতিল করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৩৪-এর পরিকল্পনার অধীনে, বিরোধগুলি, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা নতুন করে অন্য সালিশের কাছে পাঠাতে হবে। এটি হবে

দাক্ষিণ হরিয়ানা বিজলি ভিত্রান নাইগাম লিমিটেড বনাম এম/এস ১১৫৯

নেভিগ্যান্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড [ইন্দু মালহোত্র, বিচারপতি]

যথেষ্ট বিলম্ব ঘটায় এবং ১৯৯৬ সালের আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের বিপরীত হয়, যথা, আইনের অধীনে সালিসী প্রক্রিয়া দ্বারা বিরোধের দ্রুত সমাধান। অতএব, পক্ষগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য, ভারতের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে আমাদের ক্ষমতা আহ্বান করে এবং একটি সংখ্যালঘু রায় রয়েছে যা পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিতে উল্লিখিত সূত্রের ভিত্তিতে আপিলকারীকে তার দাবি প্রদান করে, আমরা সংখ্যালঘু রায়কে সমর্থন করি এবং বলি যে এটি সুদ সহ এই পুরষ্কার, যা এখন দলগুলির মধ্যে কার্যকর করা হবে। ১১ এবং ১২ অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘু রায়ে নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

১১. অতএব দাবিদারকে সম্পূর্ণ দাবি প্রদান করুন।

১২ খরচ-পক্ষগুলিকে কোনও পরিমাণ প্রদান করা হয় না। প্রতিটি পক্ষ তার নিজস্ব খরচ বহন করবে।

সাঙ্গিয়ং-এ এই আদালত পক্ষগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভিন্নমতাবলম্বী সালিসকারীর গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে বহাল রেখেছে। এটি করার কারণ ৭৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ আরেকটি সালিশ অনুষ্ঠিত হলে যে যথেষ্ট বিলম্ব হবে। এই আদালত মামলার তথ্য এবং সালিসি আইনের অধীনে বিরোধের দ্রুত সমাধানের উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে সাংগিয়ং-এ তার অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে।

(চ) আইনে, যেখানে আদালত ট্রাইবুনেলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা গৃহীত রায়টি বাতিল করে দেয়, সেখানে অন্তর্নিহিত বিরোধগুলি যথাযথ কার্যধারায় নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সালিসি আইনের ৩৪ ধারার অধীনে, আদালত দায়ের করা আপত্তিগুলি খারিজ করে দিতে পারে এবং রায় বহাল রাখতে পারে, অথবা উপ-ধারা (২) এবং (২ক)-তে অন্তর্ভুক্ত ভিত্তিগুলি তৈরি করা হলে রায়টি বাতিল করে দিতে পারে। সালিসি রায় সংশোধন করার কোনও ক্ষমতা নেই।

ম্যাকডারমট ইন্টারন্যাশনাল ইনক বনাম বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোং লিমিটেড-এ, এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"৫২. ১৯৯৬ সালের আইনে আদালতের তত্ত্বাবধানমূলক ভূমিকার বিধান করা হয়েছে, শুধুমাত্র ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য সালিসী রায় পর্যালোচনার জন্য।

আদালতের হস্তক্ষেপ শুধুমাত্র কয়েকটি পরিস্থিতিতে কল্পনা করা হয়, যেমন, সালিসকারীদের দ্বারা জালিয়াতি বা পক্ষপাতিত্বের ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার লঙ্ঘন, ইত্যাদি। আদালত সালিসকারীদের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে পারে না। এটি কেবলমাত্র পক্ষগুলিকে পুনরায় সালিশ শুরু করার জন্য স্বাধীন রেখে রায়টি বাতিল করতে পারে যদি এটি ইচ্ছা করে। সুতরাং, বিধানের পরিকল্পনার লক্ষ্য আদালতের তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকাকে ন্যূনতম স্তরে রাখা এবং এটি ন্যায়সঙ্গত হতে পারে কারণ চুক্তির পক্ষগুলি সালিশের বিকল্প বেছে নিয়ে আদালতের এখতিয়ার বাদ দেওয়ার জন্য সচেতন সিদ্ধান্ত নেয় কারণ তারা এর দ্বারা প্রদত্ত সুবিধাজনকতা এবং চূড়ান্ততা পছন্দ করে।

৫. বর্তমান মামলার তথ্যের উপর আইন প্রয়োগ করে, আমরা সালিসী কার্যধারার একটি পর্যালোচনা থেকে দেখতে পাই যে যদিও রায়টি '২৭.০৪.২০১৮'-এ ঘোষণা করা হয়েছিল, তবে রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপিটি কেবল '১৯.০৫.২০১৮'-এ পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হয়েছিল। ট্রাইবুনেলের পদ্ধতিগত আদেশগুলি প্রকাশ করে যে, '২৭.০৪.২০১৮'-এ, পক্ষগুলিকে কেবল রায়ের একটি অনুলিপি সরবরাহ করা হয়েছিল যাতে পরবর্তী তারিখে রায়ে ঘটে থাকতে পারে এমন কোনও গণনার ত্রুটি, কোনও কেরানি বা টাইপোগ্রাফিক ত্রুটি বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোনও ত্রুটি নির্দেশ করা যায়। এটিও রেকর্ড করা হয়েছিল যে তৃতীয় সালিসকারী দ্বিমত পোষণ করেছিলেন এবং তাঁর পৃথক মতামত প্রদান করবেন। তারপরে কার্যধারাটি '১২.০৫.২০১৮'-এর জন্য পোস্ট করা হয়েছিল।

১২.০৫.২০১৮-এ, তৃতীয় সালিসকারী তার ভিন্নমতের মতামত ঘোষণা করেন। সেই তারিখে, ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি ১৯.০৫.২০১৮-এ পোস্ট করে, যাতে পক্ষগুলি ভিন্নমতের মতামতের কোনও টাইপোগ্রাফিক বা ধর্মীয় ভুল নির্দেশ করতে পারে এবং কার্যধারার মূল রেকর্ড পক্ষগুলির হাতে তুলে দিতে পারে।

১৯.০৫.২০১৮ তারিখে, মূল রেকর্ড সহ রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি এবং ভিন্নমত পোষণকারী মতামত উভয় পক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়, পাশাপাশি প্রতিটি সালিসকারীর কাছেও। ট্রাইব্যুনাল কার্যধারা সমাপ্তির নির্দেশ দেয়।

৬. আমরা বিবেচনা করছি যে, আপত্তি দায়ের করার জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল সেই তারিখ থেকে গণনা করতে হবে যেদিন পক্ষগুলির কাছে রায়ের স্বাক্ষরিত অনুলিপি উপলব্ধ করা হয়েছিল অর্থাৎ তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে ১৯.০৫.২০১৮-তারিখে।

৭. ১৯.০৫.২০১৮ তারিখ থেকে গণনা করলে, আইনের ধারা ৩৪(৩) অনুসারে নির্ধারিত সীমার মধ্যে আপত্তিগুলি দাখিল করা হয়েছিল বলে স্বীকৃত অবস্থান। নিঃসন্দেহে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে,

দাক্ষিণ হরিয়ানা বিজলি ভিত্রান নাইগাম লিমিটেড বনাম এম/এস ১১৬১

নেভিগ্যান্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড [ইন্দু মালহোত্র, বিচারপতি]

স্বাক্ষরিত রোয়েদাদ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ধারা ৩৪(৩) অনুসারে নির্ধারিত সীমার মধ্যে আপত্তিগুলি দাখিল করা হয়েছে।

৮. উপরোক্ত তথ্য ও পরিস্থিতিতে, আপিলটি সফল হওয়ার যোগ্য। হরিয়ানার হিসারের জেলা ও দায়রা বিচারপতির আদালতের ১৪.০২.২০১৯ তারিখের রায় এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ১১.১২.২০১৯ তারিখের বিতর্কিত আদেশটি সেই অনুযায়ী বাতিল করা হয়েছে,

৯. সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ৩৪-এর অধীনে দায়ের করা পিটিশনটি ২০১৮-র ৩১৬ নং আরবি. পিট. হরিয়ানার হিসার জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের ফাইলে আইন অনুসারে যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

সমস্ত মুলতুবি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী আদেশ দেওয়া হয়েছে।

অঙ্কিত জ্ঞান **আপিল অনুমোদিত।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta